শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসীমুক্ত করতে শিক্ষকদের দায়িত্ব

মমতাজ লতিফ

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সুপারিশ করে যখন ছাত্র সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃপদগুলো সন্ত্রাসী ও অছাত্রদের দ্বারা পূরণ করা হয়, তখন এসব নেতা-নেত্রীর জাতিকে ধোঁকা দেয়ার নির্লজ্জ আচরণ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেনি এমন কেউ আছে বলে দেখি না। এর চেয়ে স্ববিরোধিতার আর কি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে? এর দ্বারা সুস্থ ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করে বছরের পর বছর যারা লাভবান হচ্ছে, কোন শিক্ষক তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা বুয়েট হোক বা কলেজ হোক, যেখানেই পাঠদান করুন, এদের হাতকে জোরদার করতে পারেন না, নৈতিকভাবেও নয়, মানবিকভাবেও নয়, পেশাগতভাবেও নয়।

আবার সেই পুরনো কৌশল, সেই 'পাচপাত্তু'দের ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসল শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবিকে গায়ের জোরে, ঠ্যাঙ্গারে দিয়ে মনের নীতিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনা না সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে! দেশ যে আজ য় সবদিকে বর্বর যুগে পৌঁছে গেছে তার আরও উদাহরণ প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায়, বন্ধু-আত্মীয়ের জীবনে, নিজেদের জীবনে দেখতে পাচ্ছি আর বিস্মিত হচ্ছি– 'এ কি করে সম্ভব' বলে, ভাবছি, বর্বর যুগের চেয়েও আরও জংলি যুগ কিছু যদি থেকে থাকে এ সময়টিকে তাহলে সেই নামে চিহ্নিত করা যায়! এমন এক বিদেশ ফেরত বন্ধুর মতে, ৫০ বছরেও আর জুলাই ২০০১-এর আগের অবস্থায় দেশ আবারও পৌঁছতে পারবে বলে মনে হয় না।

এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর 'নিয়ন্ত্রণ' রাখার পাকিস্তানি যুগের মোনেম খান ও তদানীন্তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের যৌথ ব্যবস্থার 'পাচপাত্তু' নামে পরিচিত পেশিরাজত্বের অনুসরণে সে ব্যবস্থা গৃহীত হলো তা সরকার শুধু নয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী, সচিবরা যারা সরকার চালাচ্ছেন এবং এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য ও শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবার ওপর স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের বিষয়ে তাদের নানামুখী প্রশ্নের সম্মুখীন করল। যেমন

❑ তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে সরকারপ্রধান, উচ্চশিক্ষিত শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবসহ যারা সরকারে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন, তাদের ঐকমত্যে ছাত্র নামধারী অছাত্র, ক্যাডার, দুর্বৃত্তদের ছাত্রদলের নামে আসল ছাত্রছাত্রীদের ওপর 'নিয়ন্ত্রণ' রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

❑ এরকম একটি ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ হিসেবে তাহলে ধরে নিতে হয় যে, সনি হত্যাকারীর বিচার চাওয়া একটি অসঙ্গত দাবি এবং হত্যাকারীরা হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানকারী! সুতরাং তারাই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের 'নিয়ন্ত্রণ' করবে, ছাত্রী হত্যার বিচারের মতো অসঙ্গত, অন্যায্য দাবিকারীদের কঠোরহস্তে দমন করা হবে।

❑ বুয়েট উপাচার্যের সহযোগে বুয়েট কর্তৃপক্ষ হত্যাকারী এবং হত্যার বিচার দাবিকারীদের একই মানের অপরাধী গণ্য করে যেসব শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তা পাকিস্তানি আমলের 'পাচপাত্তু'দের আশ্রয়দাতা তদানীন্তন উপাচার্যকে অপকৌশল উদ্ভাবনে পরাজিত করেছে। বর্তমান বুয়েট প্রশাসন সনি হত্যার দাবিতে আন্দোলনকারীদের কয়েকজনকে, নিশ্চয় যারা বিবেকবান এবং ন্যায়বিচারের দাবিকে সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত করেছে, ভাঙচুরের অপরাধে শাস্তি প্রদান করেছেন। বাংলাদেশে সম্ভবত এই প্রথম হত্যাকারী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে হত্যার বিচারকারীদের একই তালিকায় ঢালাও 'অপরাধী' হিসেবে গণ্য করার কৌশল উদ্ভাবিত হলো। অবশ্যই এর কৃতিত্ব প্রকৌশলী প্রশাসকদের যারা সিমেন্ট, রড দিয়ে কাজ করেন এবং কবিতা ও কবি থেকে দূরে বাস করেন।

যাই হোক, এক্ষেত্রে বুয়েট শিক্ষকরা অন্যায় নীতি প্রণয়নের দায় এড়াতে পারেন না। তাদের দায়িত্ব হত্যাকারী, দুর্বৃত্ত, টেন্ডারবাজকে পুলিশে দেয়া, সনির হত্যার বিচারকাজ শুরু করা, এ বিচারের পক্ষে শিক্ষক হিসেবে সবরকম প্রমাণ-সাক্ষী দিয়ে সহযোগিতা করা প্রাথমিকভাবে মানবিক দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, বুয়েট পরিবারের একজন হিসেবে শিক্ষকের ওপর শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় অভিভাবক হিসেবে যে দায়িত্ব বর্তায় সে দায়িত্বের কারণে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া অন্যায়কে অন্যায় গণ্য করার ঋজু, সহজ ও স্বাভাবিক আচরণই তাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করে। এটা কি অন্যায় কিছু দাবি? এটা তো শিক্ষকদের কন্যা বা পুত্র বা ভাই খুন হলেও এই বিচারের দাবিই তার কাছে হতো সঙ্গত।

বলাবাহুল্য, বুয়েট বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] জাতির বা দেশের প্রতিষ্ঠান। শিক্ষকদের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কর্তৃত্বপরায়ণতা বা মালিকানাবোধ খুবই দুঃখজনক। এসব জাতীয় প্রতিষ্ঠান শুধু যে জনগণের অর্থে পরিচালিত হয় তা নয়, এখানে শিক্ষকরা ও শিক্ষার্থীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক হিসেবে প্রবেশ করবে আবার সময় শেষ হলে বের হয়ে যাবে। এর মধ্যে অনেক শিক্ষক বিদেশে গিয়ে হয়তো আর ফিরে আসবেন না।

তৃতীয়ত, ধরা যাক, সিভিল বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যারা পড়ে বা পড়ান তারা ইট, সিমেন্ট, রড নিয়ে কারবার করেন। যারা এ বিভাগগুলোতে পড়ে বা পড়ান তারা অবশ্যই সমাজে, দেশে বসবাসকারী মানুষের সন্তান, যারা সম্ভবত ১৭/১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ইট, সিমেন্ট বা ইলেকট্রিসিটির চরিত্র নিয়ে লেখাপড়া শুরু করেনি। অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক হয়েছে তারা সামাজিক, মানবিক, আবেগিক সব ক্ষেত্রের স্বাভাবিক আচার-আচরণ-মূল্যবোধ আয়ত্ত করে। তারা স্কুলে, বাড়িতে অবশ্যই কবিতা-গল্প পড়েছে, গান শুনেছে ও গেয়েছে, ছবি দেখেছে ও এঁকেছে, হইচই করেছে এবং স্বজনের দুঃখে কেঁদেছে। এরাই পূর্ণবয়স্ক হয়ে ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক ও প্রশাসক হচ্ছে ও হবে। একজন ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক ও প্রশাসকসহ সব পেশাজীবীর প্রথম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকবে– তিনি মানবিক হবেন। তার পেশা যাই হোক, তিনি মানুষের সব উত্তরাধিকার যা মানুষকে সভ্য হিসেবে গণ্য করে, যেমন- সততা, ন্যায়পরায়ণতা, যুক্তিশীল আচরণ বা যুক্তিবাদিতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন, দেশপ্রেম, অন্যের প্রতি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি তিনি যে পেশারই মানুষ হোন না কেন এসব বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে তার আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাবে।

এ বোধেই একজন শিক্ষক নিজের সন্তানের চেয়েও তার ছাত্রকে [illegible] হয়ে ওঠেন। বুয়েট উপাচার্যের মন্তব্য এবং বুয়েটের কতিপয় শিক্ষকের বক্তব্য পড়ে মনে হয় না এসব মানবিক মূল্যবোধের বিষয়গুলো তারা গণ্য করেন। আজকাল সর্বত্রই একটা সাধারণ মন্তব্য শোনা যায়– 'ও শুধু ডাক্তারই হয়েছে, মানুষ হয়নি' অথবা 'ও শুধু প্রকৌশলীই হয়েছে, মানুষ হয়নি' ইত্যাদি। একটা সেতু বা একটা বাড়ি তৈরি হয় মানুষের ব্যবহারের জন্য। সুতরাং সেসবের মালমশলার মান, রডের মাপ ইত্যাদি যখন মানুষের জীবনপ্রাণের ওপর প্রভাব ফেলে তখন একজন প্রকৌশলী একথা বিবেচনা করে হতে পারেন মানবিক। কবিতা শুধু নয়, সঙ্গীত, সাহিত্য যে মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক তাতো আশপাশের সংস্কৃতিবান মানুষের আচরণ দেখেই প্রমাণ হয়ে যায়। এবং এজন্যই কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংবেদনশীল শিক্ষক, রাজনীতিক বুয়েটের সনি হত্যাকারীর বিচার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কাজকর্মের প্রতিরোধকারী অনশনরত শিক্ষার্থীদের কাছে একাত্মতা প্রকাশ করতে ছুটে গিয়েছিলেন।

❑ আজকে, এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একটি মানবিক এবং সময়োচিত পদক্ষেপ খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। শিক্ষকরা আজ দলমত নির্বিশেষে একটি শ্লোগান নিয়ে একটি প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হবেন যা হবে– 'আজ থেকে শিক্ষাঙ্গন শিক্ষার্থীর, সন্ত্রাসীর জায়গা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই; যতদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসীমুক্ত না হচ্ছে, ততদিন শিক্ষাদান প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষকরা বিরত থাকবেন।' আসলেও ভেতরে দগদগে ঘা রেখে ওপরে ভাল পোশাক চাড়য়ে বেশিদিন ভাল থাকা যায় না– এ ভেতরের ঘায়ের চিকিৎসা না করলে তা পচন ধরে সমস্ত দেহে মৃত্যুকে ডেকে আনবে। কোন কোন সময় বৃহৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মানুষকে সাময়িক ক্ষুদ্রতর কোন ক্ষতি মেনে নিতে হয়। বাংলাদেশে এখন এমন একটি ক্রান্তিকাল চলছে, যার সব বিনাশের বৃহৎ গ্রাস থেকে স্থায়ীভাবে কিছু মৌলিক প্রতিষ্ঠানকে ও আদর্শকে রক্ষা করতে কিছু ছোট ক্ষতিকে গ্রহণ করতে হবে। আসলেও দেশের সমগ্র শিক্ষক সমাজ ও অভিভাবকমণ্ডলী তাদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সন্ত্রাসীমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষার আন্দোলনের সূচনা করতে পারেন। সূচনা হলে গেছে, এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এটিকে সারাদেশের মৌলিক একটি মন-দাবিতে রূপান্তরিত করা দরকার যা নিজ গুণে ও ক্ষমতায় সমাজদেহে সবধরনের দুষ্টক্ষত নিরাময়ে জাদুর জিয়ন কাঠি মতো কাজ করবে। শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষা কার্যক্রমে গুণগত মান নিশ্চিত করতে শিক্ষকদেরও দায়িত্ব রয়েছে এবং আসলে প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদেরই। কারণ তাদের প্ররোচনায় অন্যায়কারী-সন্ত্রাসীরা যুগে যুগে অন্যায় কাজগুলো সম্পন্ন করেছে। যেমন বুয়েটে অনশনকারী শিক্ষার্থীদের মেরে-ধরে 'নিয়ন্ত্রণ' করার জন্য উপাচার্য পুলিশ ডেকেছেন, পুলিশের সাথে যেহেতু সনি হত্যাকারীরা হামলায় অংশ নিয়েছিল, সুতরাং বুয়েট উপাচার্যসহ বুয়েট প্রশাসন তাদের বিপক্ষ দল হিসেবে এবং বুয়েটের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী হিসেবে এই সনি হত্যার বিচার দাবিকারী অনশনকারী শিক্ষার্থীদের গণ্য করেছেন বলে ধরে নেয়া যায়। এটি একটি অস্বাভাবিক, অসুস্থ এবং [illegible]। [illegible] প্রকৌশলী যাই হোন না কেন, তারা তাদের গাঁটছড়া সন্ত্রাসীদের সাথেই বেঁধেছেন। হিটলারও এই মানবতাবিরোধী ধারার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, প্রায় ২ বছর লাখ লাখ নরনারী, শিশু হত্যা করেছিল, তবুও তার সেই কার্যক্রম মানব ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায় হিসেবেই চিহ্নিত আছে এবং থাকবে। বর্তমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের ঘটনাও অমানবিক এবং অন্যায় ঘটনা হিসেবে নিন্দিত হবে। অথচ বারবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব ওঠে, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসীমুক্ত করার ন্যায্য দাবিটি উপেক্ষিত থাকে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সুপারিশ করে যখন ছাত্র সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃপদগুলো সন্ত্রাসী ও অছাত্রদের দ্বারা পূরণ করা হয়, তখন এসব নেতা-নেত্রীর জাতিকে ধোকা দেয়ার নির্লজ্জ আচরণ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেনি এমন কেউ আছে বলে দেখি না। এর চেয়ে স্ববিরোধিতার আর কি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে? এর দ্বারা সুস্থ ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করে বছরের পর বছর যারা লাভবান হচ্ছে, কোন শিক্ষক তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা বুয়েট হোক বা কলেজ হোক, যেখানেই পাঠদান করুন, এদের হাতকে জোরদার করতে পারেন না, নৈতিকভাবেও নয়, মানবিকভাবেও নয়, পেশাগতভাবেও নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, শাহজালাল, জাহাঙ্গীরনগর এবং দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসীমুক্ত করে সত্যিকার পরিচ্ছন্ন পঠন-পাঠন ও গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সন্ত্রাসীমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। অবশ্যই সন্ত্রাসীমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ছাত্র রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমার্থক নয় বরং এ দুই-এর বসবাস দুই মেরুতে।

[illegible] সংবাদ
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...
SEP. 23 2002